

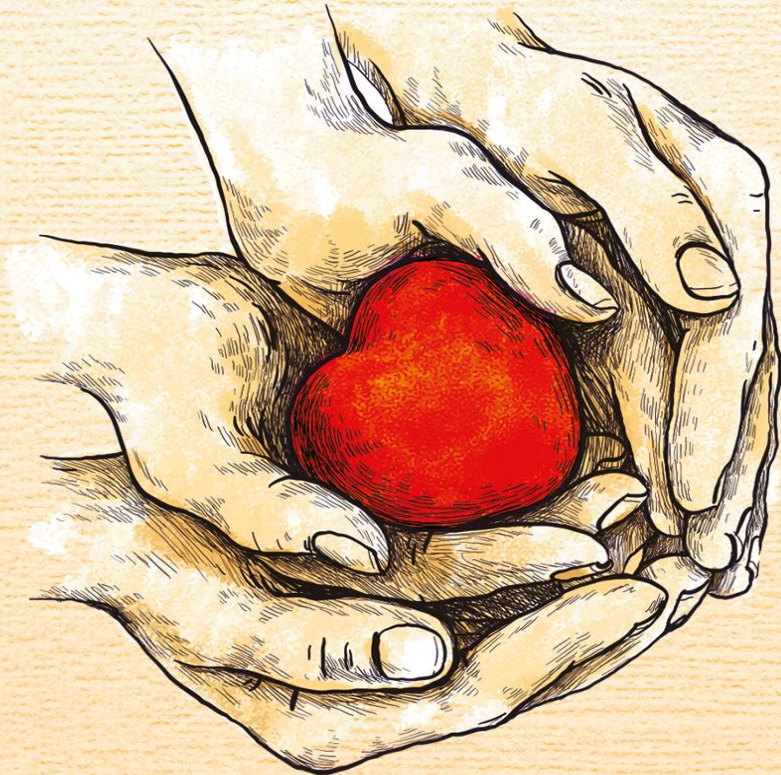


আলমসর্ক

ভালোবাসা, বিয়ে ও যৌনতা বিষয়ে
সুন্নাহ নির্ধারিত সতর্কতা ও সীমা

মূল : মুসলিম ম্যাটার্স

অনুবাদ : মিজান রহমান



সম্পর্ক

(ভালোবাসা, বিয়ে ও যৌনতা বিষয়ে
সুন্নাহ নির্ধারিত সতর্কতা ও সীমা)

মূল : মুসলিম ম্যাটার্স

অনুবাদ : মিজান রহমান



গাডিঘান

পা ব লি কেশ ন স

প্রকাশকের কথা

মুসলিম মানসে যৌনতা নিয়ে এক ধরনের লুকোচুরি খেলা করে। রক্ষণশীলতার সীমা অনেক সময় এতটা চূড়ায় পৌঁছে যায়, যেখানে বৈধতাও গোপনীয়তার চাদরে আবৃত হয়। নিঃসন্দেহে আমাদের দ্বীন যৌনজীবন নিয়ে সুস্পষ্ট সীমা-পরিসীমা ঐকে দিয়েছে। তবে একজন মুসলমান মানবজীবনের এই অপরিহার্য অনুষঙ্গ নিয়ে অবশ্যই সচেতনভাবে ওয়াকিবহাল থাকবেন। আমরা নিজেরাই নিজেদের জন্য কিছু ট্যাবু তৈরি করেছি।

নারী-পুরুষ সম্পর্ক, বিয়ে, যৌনজীবন নিয়ে কিছু মানুষ ফ্যান্টাসির মধ্যে থাকি, আর কিছু মানুষ উপেক্ষা, অবজ্ঞা আর জুলুমের মধ্যে থাকি। দুটোর ভারসাম্য খুব দরকার। ইদানীং মুসলিম দুনিয়াতেও অবৈধ যৌনাচারের ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে। সমকামিতা, পরকীয়া, অবৈধ শারীরিক সম্পর্কের উত্তাল ঢেউ মুসলিম সমাজেও আছড়ে পড়ছে। চারদিকে এক অস্থির পরিবেশ, গুমোট অবস্থা।

উত্তোরণের পথ কী?

নিরবতাই সমাধান? গোপনীয়তাই মুক্তি? বালুর নিচে মুখ খুঁজে থাকলেই কি ঘূর্ণিঝড় থেমে যায়? আমাদের সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলতে হবে, আলাপ করতে হবে। সমস্যার সূচনাবিন্দু আবিষ্কার করতে হবে। পৃথিবীর কোনো সংকটই সমাধানের উদ্দেশ্য নয়।

আলহামদুলিল্লাহ! ইসলামি অনলাইন ম্যাগাজিন ‘মুসলিম ম্যাটারস’ চলমান যৌন সংকট নিয়ে ‘সেক্স ম্যাটারস’ নামে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। কন্টেন্টের গুরুত্ব বিবেচনায় গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স তা বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে অনুবাদ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। তরুণ অনুবাদক জনাব মিজান রহমান-এর প্রতি গার্ডিয়ান পরিবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। গ্রন্থটিতে অপ্রিয় কিছু সত্য সামনে এসেছে; পাঠকদের খোলা মন নিয়ে অধ্যয়নের অনুরোধ করছি। কোনো যৌক্তিক সমালোচনা থাকলে জানানোর বিনীত অনুরোধ করছি।

আমাদের দ্বীন সব সংকটের সমাধান—এই বোধ ও বিশ্বাস সুদৃঢ় হোক।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের

বাংলাবাজার, ঢাকা

২২ জুলাই, ২০২০

অনুবাদকের কথা

যখন গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স আমাকে ‘সেক্স ম্যাটার্স’ নামের বিয়ে, ভালোবাসা এবং যৌন সম্পর্কবিষয়ক পিডিএফ বইটি অনুবাদের জন্য দেন, তখন কেবল চীনে করোনার প্রকোপ চলছে। বৈশ্বিকভাবে কিংবা বাংলাদেশে তখনও করোনার প্রকোপ শুরু হয়নি। আর যখন অনুবাদ কাজ শেষ হলো, তখন করোনা ভাইরাসের ফলে পুরো পৃথিবীই চলে গেছে আইসোলেশনে। যাবতীয় শুকরিয়া আল্লাহ তায়ালার জন্য; যিনি এই কঠিন সময়ে বর্তমান বিশ্বের স্বনামধন্য কয়েকজন ইসলামি চিন্তাবিদে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু লেখা ভাষান্তর করার সুযোগ করে দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের জীবন পরিচালনার পাথেয়, ঐশী সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত যাঁর পবিত্র সুনাহ, সেই প্রিয়তম নবি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি অগণিত দরুদ ও সালাম।

এই বইতে যাদের লেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তাঁদের অধিকাংশই অত্যন্ত সুপরিচিত। উস্তাদ নোমান আলী খান, শায়খ ড. আকরাম নদভি, ড. ইয়াসির ক্বাদি, ইমাম উমর সুলাইমান নামগুলো সকলের কাছে অত্যন্ত সুপরিচিত। এ ছাড়া কয়েকজন লেখকের লেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যারা প্রথম দলের মতো জনপ্রিয় না হলেও নিজ নিজ কাজের ক্ষেত্রে সুপরিচিত। উল্লেখিত প্রত্যেকেই তাঁদের লেখনির মাধ্যমে সম্পর্কজনিত নানা হতাশা এবং অস্থিরতা থেকে মুক্তির জন্য দিয়েছেন সুনাহভিত্তিক দাওয়াই!

এই বইয়ের নিবন্ধগুলো অনুবাদ করতে গিয়ে আমি একেকটা নিবন্ধ পাঠে একেকভাবে মুগ্ধ হয়েছি। উদাহরণস্বরূপ, ড. ইয়াসির ক্বাদির ‘জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে যৌনতা বিষয়ে প্রজ্ঞা’ নিবন্ধটি অনুবাদ করতে গিয়ে ভেবেছি, সুবহানাল্লাহ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রিয় সাহাবিগণের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক বিষয়ে কতটা খোলামেলা ছিলেন! সমকামিতা বিষয়ে ব্রাদার ইউসুফের লেখা ‘একজন সমকামী মুসলিমের কথা...’ অনুবাদ করতে গিয়ে নতুন চিন্তার খোরাক পেয়েছি। ‘নারীর যৌনতৃপ্তি বিষয়ে ইসলামি চিন্তাবিদগণের দৃষ্টিভঙ্গি’ শীর্ষক উস্তাদ মুখতারের নিবন্ধ অনুবাদ করতে গিয়ে মনে হয়েছে, প্রত্যেক পাঠক এই নিবন্ধ পড়ে সুখী দাম্পত্য জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ বিষয়ে জানতে পারবেন। সব নিবন্ধ বিষয়ে এখানে বলা সম্ভব নয়, তবে একটি নিবন্ধ বিষয়ে বিশেষ জোরের সঙ্গে বলা জরুরি মনে করি। যেকোনো ব্যক্তির শৈশবের নেতিবাচক অভিজ্ঞতা যৌবনে নানামুখী সংকট তৈরি করে। এজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে ‘দায়ী করা যায়’ বাবা-মায়ের অজ্ঞতাকে। সন্তানের সঠিক যৌন শিক্ষার জন্য করণীয় বিষয়ে এই বইয়ে স্থান পাওয়া ড. আহমেদ আদমের ‘মুসলিম তরুণ-তরুণীদের যৌনতাবিষয়ক সমস্যায় পিতা-মাতার করণীয়’ লেখাটি প্রত্যেক বাবা-মার জন্য অবশ্যপাঠ্য বলে মনে হয়েছে।

ইনশাআল্লাহ! এই বই পাঠকের সম্পর্কবিষয়ক যেকোনো জটিলতা নিরসনে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখবে-তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের সম্পর্ক উদ্ভাসিত হোক সুনাহর আলোকে। আমিন!

মিজান রহমান

জুলাই/২০২০, পঞ্চগড়।

সূচিপত্র

সম্পাদকের চিঠি	১১
ভালোবাসার সুনাহ	১৩
বিয়ে : দশ বছরে দশ অনুভূতি	২০
রক্তমাখা বিছানা চাদর	৩০
যৌন আকর্ষণহীন মুসলিম বিবাহ	৩৪
জাবির (রা.)-এর হাদিসে যৌনতার বিষয়ে প্রজ্ঞা	৩৯
যৌন আকাঙ্ক্ষা	৪৭
হস্তমৈথুন থেকে মুক্তি	৫৪
মুসলিম জনগোষ্ঠীতে যৌন আসক্তি	৫৮
একজন সমকামী মুসলিমের কথা	৬২
মুসলিম জনগোষ্ঠীতে পরকীয়া ও মিথ্যা অপবাদ	৭৮
গোপন বিয়ে	৮৩
দ্বিতীয় সম্পর্কের টান	৮৮
যৌনতাবিষয়ক সমস্যায় পিতা-মাতার করণীয়	৯৭
নারীর যৌনতৃপ্তি ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি	১০৭
পারিবারিক সম্মতির বিয়ে	১১৬

ভালোবাসার সুনাহ

আমি প্রায়ই বিবাহিত যুগলদের থেকে কিছু ইমেইল পাই। তারা ভেঙে যাওয়া বিশ্বাস এবং অসৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ইমেইল পাওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি। উত্তর দেওয়ার সময় বলে দিই—ভার্চুয়াল দূরত্বের মধ্যে কোনো সমস্যা সমাধানের পরামর্শ দিতে আমি সাধারণত আগ্রহ বোধ করি না। কারণ, এটা অনেকটা একপাক্ষিক ব্যাপার হয়ে যায়, মুদ্রার উলটো পিঠ দেখা যায় না। চারদিকে আনুগত্যহীনতা, সহিংসতা এবং ঔদ্ধত্যের লোমহর্ষক সব গল্প। কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য—সর্বত্রই এখন মুসলিম জনগোষ্ঠী পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বহুমুখী চাপের সম্মুখীন। এমন প্রাকৃতিক বিপর্যয় আর কোনো ক্ষেত্রে নেই।

পরিসংখ্যানের তথ্য খুবই ভয়াবহ। ইমামগণের কাউন্সিলিং পদ্ধতিতে রয়েছে যথেষ্ট প্রশিক্ষণের ঘাটতি। মসজিদগুলোকে রাখা হয়েছে চাপের মুখে। ইসলামি ঘরানার বিবাহবিষয়ক কাউন্সিলরগণ এখনও ব্যাপক পরিচিতি পাননি। হাতে গোনা যারা পরিচিতি পেয়েছেন, তাদের পেশাদারিত্বেও রয়েছে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসহীনতা।

বিবাহবিষয়ক পারিবারিক সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে আমি যা দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে—দীর্ঘদিন ধরে ভালোবাসার সুনাহ এবং নারীর প্রতি পুরুষের মমত্ববোধ হয় উপেক্ষিত থেকে গেছে, নয়তো লোপ পেয়েছে। যেখানে রাসূল (সা.) এবং তাঁর মহান সাহাবাগণের জীবন সম্পূর্ণ ভালোবাসার দৃষ্টান্ত দিয়ে ভরা, সেখানে আমরা কেবল মুখে মুখেই সত্যিকারের ভালোবাসার কথা বলে গেছি। কিন্তু মহান ব্যক্তিদের জীবনে পারস্পরিক ইচ্ছাকে মূল্যায়ন করার অসাধারণ দৃষ্টান্ত, তাঁদের বীরত্ব, আনুগত্যের দৃষ্টান্ত, ত্যাগ সর্বোপরি ভালোবাসার ক্ষেত্রে রাসূল (সা.)-এর সুনাহকে আমরা উপেক্ষা করে গেছি।

সত্যিকারের ভালোবাসা

ভালোবাসার আরবি প্রতিশব্দ ‘(حُب) হুব।’ এই শব্দটি এসেছে মূল আরবি শব্দ ‘হাব’ বা ‘বীজ’ থেকে। শব্দ দুটির অর্থের প্রকৃতি একই রকম। একটি বীজ আক্ষরিক কিংবা আলংকারিক অর্থে ভালোবাসা অর্থে ব্যবহৃত হয়। একজন পুরুষ এবং তার স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসা আসে সেই বীজ থেকে—যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের মনে গেঁথে দিয়েছেন।

ভালোবাসা শুরু হয় একটি ক্ষুদ্র কণা বা একটি বীজ থেকে; যা গাঁথে দেওয়া হয়েছে তুমুল আগ্রহী হৃদয়ের ভাঁজের গভীরে। যে বীজ ধারণ করে অপূর্ব সৌন্দর্য। যে বীজে রয়েছে একটি হৃদয়কে সতেজ রাখার মতো পুষ্টিকর উপাদান, চমকপ্রদ স্বাদ, মূল্যবান ভোগ্যপণ্যের মতো সুস্বাদু, আশ্রয় দেওয়ার মতো ছায়া, পুনরুত্থানের শক্তি; যে বীজ সারিয়ে তোলে দীর্ঘলালিত বেদনা।

একবার আল্লাহর রাসূল (সা.) আমার ইবনে আস (রা.)-কে কোনো এক যুদ্ধের সেনাপতি হিসেবে বাছাই করলেন। সাহাবীগণের মধ্যে তাঁর চেয়ে আরও অনেক যোগ্য লোকই হয়তো ছিলেন, তারপরও রাসূল (সা.) তাঁকেই বাছাই করেছিলেন। এজন্য তিনি গর্ববোধ করলেন। তিনি সাহাবাগণের একটা সমাবেশে রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন?’ আমার (রা.) ভেবেছিলেন, রাসূল (সা.) হয়তো তাঁর (আমর রা.-এর) নাম বলবেন। কিন্তু রাসূল (সা.) তাঁর স্ত্রী আয়িশা (রা.)-এর নাম বললেন। আমার (রা.) তাঁর সেই প্রশ্ন দিয়ে কী ইঙ্গিত করেছিলেন, সে বিষয়ে রাসূল (সা.)-কে ব্যাখ্যা দিলেন। আমার (রা.) বুঝিয়ে বললেন—স্ত্রীদের মধ্যে নয়; সাহাবাগণের মধ্যে তিনি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। রাসূল (সা.) দ্বিতীয়বার জবাবে বললেন—‘তাঁর পিতাকে।’ অর্থাৎ আয়িশা (রা.)-এর পিতা হজরত আবু বকর (রা.)-কে। আয়েশা (রা.)-এর পিতা হজরত আবু বকর (রা.) ছিলেন রাসূল (সা.)-এর সবচেয়ে উত্তম বন্ধু ও সঙ্গী। কিন্তু তিনি সরাসরি হজরত আবু বকর (রা.)-এর নাম না বলে বললেন, ‘তাঁর পিতাকে।’ কারণ, তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন, আয়িশা (রা.) তখনও তাঁর হৃদয়েই আছেন।

ভালোবাসার সুন্নাহ

উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়িশা (রা.)-রাসূল (সা.) যাকে ভালোবেসে ডাকতেন ‘হুমায়রা বা গোলাপি চিবুকের নারী’। তিনি যেমন রাসূল (সা.) থেকে ভালোবাসা পেয়েছিলেন, তেমনি তিনিও রাসূল (সা.)-কে অকাতরে ভালোবেসেছিলেন।

ভালোবাসার সুন্নাহ কোনো খেয়ালি বা অদ্ভুত বিষয় নয়। অথবা ভালোবাসা আশপাশে ছড়িয়ে থাকা কাড়ি কাড়ি টাকায় মোড়ানো সুখের গল্প কিংবা তথাকথিত সাহিত্য বা তাত্ত্বিক বিষয় নয়। এখানে নেকড়ের সঙ্গে নেই কোনো রক্তলোলুপের লড়াই। এখানে নেই বিপরীতমুখী স্বভাব কিংবা শঠতা। এই ভালোবাসা প্রতিষ্ঠিত হয় পারস্পরিক গ্রহণযোগ্যতার ওপর। এই ভালোবাসা প্রতিষ্ঠিত হয় আসমানি শর্তের আলোকে এবং প্রশান্তি, বিশ্বাস ও মানসিক সুখের ভিত্তির ওপর।

বিস্তার সমস্যা, ময়লা তোয়ালে, প্রচুর কাজের চাপ, অফুরন্ত বাজারের তালিকার মাঝে সরল জীবনযাপনের মাধ্যমে এই ভালোবাসা প্রস্ফুটিত হয়। যখন ঘর ছেড়ে বের হয়ে যাচ্ছেন, তখন দরজায় দাঁড়িয়ে আপনার স্ত্রীর চাহনিও ভালোবাসার নিদর্শন। বাইরে আছেন? আপনার সারাদিনের কাজকর্ম কেমন যাচ্ছে জানতে চেয়ে স্ত্রীর একটি ছোট ফোনকলও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।

কিংবা ঘরে ফেরার পথে মুদির দোকানের একটা নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু আনতে বলে ক্ষুদে বার্তা, সেই বার্তার সঙ্গে ‘I Love you’ বাক্য জুড়ে দেওয়া-সবই ভালোবাসার নিদর্শন।

আয়িশা (রা.) এবং রাসূল (সা.) ভালোবাসা প্রকাশে পরস্পর এমন সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করতেন, যা কেউ বুঝতে পারত না। একবার আয়িশা (রা.) রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূল (সা.) তাঁকে কেমন ভালোবাসেন। রাসূল (সা.) উত্তর দিলেন, ‘একটি শক্ত গিঁটের মতো। এমন গিঁট তা যতই টানা হয়, সেটির বাঁধন ততই শক্ত হয়।’

আয়িশা (রা.) প্রায়ই ঠাট্টাচ্ছিলে জিজ্ঞেস করতেন, ‘গিঁটের কী খবর?’ রাসূল (সা.) উত্তর দিতেন-‘প্রথম দিনের মতোই শক্ত আছে।’ সুবহানাল্লাহ!

অথচ আমি বিস্মিত হই, আমাদের মুসলিম জনগোষ্ঠীর কী হয়েছে? কেন নিজের স্ত্রীকে সরাসরি ভালোবাসি বলতে এত কষ্ট হয়? কেন স্ত্রীর সুনাম করাটাকে এত তুচ্ছ ভাবা হয়?

যেখানে আমাদের নবিজি (সা.) নামাজের জন্য বের হলেও স্ত্রীকে চুম্বন করে যেতেন, সেখানে আমাদের জনগোষ্ঠীর কী হলো যে তারা স্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটা মুচকি হাসিও দিতে কষ্টবোধ করে?

ঠিক কবে থেকে নেতৃত্ব ও ব্যস্ততা বিবাহিত জীবনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াল? যেখানে আমাদের রাসূল (সা.) নিজের ছিঁড়ে যাওয়া কাপড় নিজেই সেলাই করতেন, বাড়ির কাজ নিজেই দেখাশোনা করতেন; সেখানে আমাদের ভাইদের কী হলো যে স্ত্রী অসুস্থ না হওয়া পর্যন্ত নিজের খাবার প্লেটটাও একটু সরিয়ে রাখতে পারে না?

স্ত্রীদের দ্বারা খারাপ গন্ধের বানানো অভিযোগের কারণে রাসূল (সা.) দুধের সঙ্গে মধু মিশিয়ে খাওয়া নিজের জন্য নিষিদ্ধ করেছিলেন। যদিও আল্লাহর পক্ষ থেকে তা ছিল হালাল, উপরন্তু নিজ থেকে হারাম করার জন্য আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সা.)-কে সতর্ক করে ওহি নাজিল করেন-

‘কারণ, তুমি চাও তোমার স্ত্রীদের খুশি করতে।’ সূরা তাহরিম : ১

অথচ আমাদের জনগোষ্ঠীর অনেকেই এখন পর্যন্ত স্ত্রীকে তার ন্যায্য অধিকারটুকুই দিচ্ছে না।

রাসূল (সা.) তিন দিনের বেশি কারও সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারে কঠোর ছিলেন; অথচ আমাদের ভাইয়েরা কীভাবে কাজের জন্য বাহিরে গিয়ে সঙ্গিনীকে উদ্বিগ্নতার মধ্যে রাখেন। ছোট্ট বিষয়ে তুমুল ঝগড়া করে বিষণ্ণতা, বিচ্ছিন্নতা আর হতাশাকে সপ্তাহ পর্যন্ত গড়িয়ে নিয়ে যান!

যেখানে রাসূল (সা.) অন্যের বাড়িতে গিয়ে বাড়িওয়ালার অনুমতি ব্যতীত নামাজের ইমামতিও নিষিদ্ধ করেছিলেন, সেখানে আমাদের ভাইয়েরা অন্যদের তুচ্ছ বিষয় নিয়ে অব্যাহত দ্বন্দ্ব এবং নেতিবাচক সমালোচনা করতে করতে এমন অবস্থায় পৌঁছে যান, যেন তিনি একজন মহান সম্রাট!

যেখানে রাসূল (সা.) স্ত্রীর হারানো পুঁতির মালা খুঁজতে শুষ্ক-মরুভূমিতে সমস্ত সেনাদলকে থামিয়ে দিয়েছিলেন, সেখানে কীভাবে অনেকেই স্ত্রীর এতটুকু প্রশংসা করতে কার্পণ্য করেন?

ইসলাম শিক্ষার প্রাথমিক স্তরেই আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়, যদি অজুর পানি না পাওয়া যায়, তবে তায়াম্মুম করতে হবে। অথচ আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয় না, পানির অভাবে তায়াম্মুমের অনুমতি কিংবা তায়াম্মুমের আইনি ভিত্তি ওই হারিয়ে যাওয়া পুঁতির মালার ঘটনা থেকেই। বরং বলা যায়, বাল্যকালে এই ঘটনা আমাদের থেকে গোপন করে রাখা হয়েছিল।

আমাদের কখনো বলা হয়নি, আয়িশা (রা.)-এর প্রতি রাসূল (সা.)-এর ভালোবাসা পানিশূন্য এক বিরান ভূমিতে একদল সৈন্যকে রাত যাপন করতে বাধ্য করেছিল। আয়িশা (রা.)-এর পিতা আবু বকর (রা.) হারিয়ে যাওয়া গলার হারের মতো তুচ্ছ বস্তুর কথা রাসূল (সা.)-কে বলার জন্য তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

অথচ আমাদের বলা হয়নি, কীভাবে আরব মরুভূমির মতো বিশাল মরুভূমির মধ্যে হারিয়ে যাওয়া গলার হার খোঁজার জন্য রাসূল (সা.) সমস্ত সৈন্যকে থামিয়ে দিয়েছিলেন এবং তা কেবল আয়িশা (রা.)-এর জন্যই। আমাদের হয়তো সে তথ্য দেওয়া হয়নি, কীভাবে এ রকম একটা ঘটনায় ওই নাজিলের মাধ্যমে সাহাবিগণের মধ্যে একটি আনন্দ উদ্‌যাপনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সুন্নাহকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা এবং জীবনের সার্বিক পর্যায়ে সুন্নাহ অনুসরণের শিক্ষা না দেওয়ার দায় বর্তায় তাদেরই ওপর, যারা ধর্মশিক্ষার কাজে নিয়োজিত।

কাছেরটা দেখুন, এটাই ভালোবাসার সুন্নাহ

আমরা জানি, রাসূল (সা.) নিজের জুতা নিজে সেলাই করতেন। যা জানি না, তা হলো—একবার তিনি হজরত আয়িশা (রা.)-এর সঙ্গে বসে জুতা সেলাই করছিলেন। আয়িশা (রা.) রাসূল (সা.)-এর রহমতপূর্ণ কপালের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের কণা। আয়িশা (রা.) দীর্ঘক্ষণ সম্মোহিত হয়ে তাকিয়ে থাকলেন; যতক্ষণ না রাসূল (সা.) দেখে ফেলেন।

যখন রাসূল (সা.) বুঝতে পারলেন, তখন বললেন—‘কী ব্যাপার?’ তিনি জবাব দিলেন, ‘যদি কবি আবু বুকাইর আল হুসালি আপনাকে দেখতেন, তাহলে তিনি জানতে পারতেন, তাঁর কবিতা কেবল আপনাকে উদ্দেশ্য করেই লিখেছেন।’ রাসূল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন—‘সে কী লিখেছে?’

তিনি উত্তর দিলেন—

‘যদি তুমি উড়াসিত চাঁদের দিকে তাকাও, দেখবে সেটি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আর আলোকিত করেছে জগতের সবকিছু, সবার চোখকে!’

সঙ্গে সঙ্গে রাসূল (সা.) আয়িশার (রা.) দিকে এগিয়ে গেলেন, তাঁর দুচোখের মাঝখানে চুম্বন করলেন এবং বললেন—

‘আল্লাহর কসম! হে আয়িশা! তুমিও আমার কাছে সেই চাঁদের মতোই অথবা তার চেয়েও বেশি কিছু।’

ভালোবাসার আরও কিছু সুন্নাহ

ইসলামের প্রাথমিক দিনগুলো থেকেই আলি (রা.) ছিলেন রাসূল (সা.)-এর জীবনাচরণের সার্বক্ষণিক সাক্ষী। তিনি ছিলেন রাসূল (সা.)-এর ভালোবাসার সাক্ষী।

রাসূল (সা.) একবার আলি (রা.)-কে এক সফরে পাঠিয়েছিলেন। কিছুদিন পর আলি (রা.) সফর থেকে বাড়ি ফিরে আরক (বৈজ্ঞানিক নাম : সালভাদোরা পার্সিকা) গাছের ছোটো ডাল দিয়ে মেসওয়াক করতে করতে স্ত্রী ফাতিমা (রা.)-কে খুঁজছিলেন। তিনি ফাতিমা (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তাঁর প্রিয় কবিতা আবৃত্তি করছিলেন—

‘তুমি বড়ো সৌভাগ্যবান হে ক্ষুদ্র আরক গাছের ডাল,
তুমি আমাকে আলিঙ্গনে ভয় পাচ্ছে না!
তুমি না হয়ে যদি অন্য কিছু হতো হে মেসওয়াক!
আমি তোমাকে খুন করতাম!

তুমি ছাড়া আর কারও সৌভাগ্য হয়নি আমাকে আলিঙ্গনের।’

কবিতা পাঠের সময় আলি (রা.)-এর মনে এক অন্য রকম আনন্দের অনুভূতি কাজ করছিল। এই কবিতা মূলত কোন আনন্দের কারণে আবৃত্তি করছিলেন? ওই দিন কিন্তু বিশেষ কোনো উপলক্ষ্য ছিল না। বিশেষ কোনো পশুর লোম বিক্রয়জাতকরণের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের তাড়াও ছিল না। আবার জনপ্রিয়তা লাভের জন্য জনগণকে সম্মোহিত করার উদ্দেশ্যে যেমন কিছু মানুষের অভিব্যক্তি থাকে, এটি তেমন কোনো অভিব্যক্তিও ছিল না। কেবল আলি (রা.) কয়েকদিনের সফর শেষে বাড়ি ফিরেছিলেন। এখানে তিনি যে শ্রেষ্ঠ অর্জনটিকে স্মরণ করেছিলেন, সেই অর্জন একজন স্ত্রী; যার উপস্থিতি তাঁর মনপ্রাণ ভরিয়ে দেয়, যেকোনো মানুষই যা পেতে চায়।

রাসূল (সা.) বলেছেন—‘এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর সব বস্তুই মূল্যবান, কিন্তু সবচেয়ে মূল্যবান হলো একজন গুণবতী নারী।’

গুণবতী মানে ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা সমৃদ্ধ আনুগত্য কিংবা ভক্তি নয়। বরং একদিন রাসূল (সা.) হজরত উমর (রা.)-কে বলছিলেন—‘আমি কি তোমাদের বলে দেবো না, এই পৃথিবীতে একজন মানুষের অর্জিত সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু কি? সেটি হলো একজন গুণবতী স্ত্রী; যার দিকে তাকালে তোমার হৃদয়-মন আনন্দে ভরে যায়।’

এটা প্রথম দেখায় ভালোবাসা নয়; বরং যতই তাকাবে এই ভালোবাসা ততই বৃদ্ধি পাবে—এমন ভালোবাসা।

আমাদের মুসলিম জনগোষ্ঠীর দম্পতিদের পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া ও মমত্ববোধ আরও বৃদ্ধি পাক। রাসূলের (সা.) প্রিয় উম্মতের মাঝে ভালোবাসা ও শান্তি ছড়িয়ে পড়ুক। আল্লাহ তায়ালার ঐশী ভালোবাসা ভরিয়ে তুলুক সবার জীবন। আল্লাহকে ভালোবাসেন-এমন সবার জীবনে আসুক আল্লাহর ভালোবাসা। আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করা যায়-আমাদের এমন কাজে নিয়োজিত হওয়ার তাওফিক দিন। আমিন।

(শাইখ ইয়াহিয়া ইবরাহিম আধ্যাত্মিকতা এবং কুরআন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। তিনি হেজাজ ও মিশর থেকে তাফসির, ফিকহ এবং হাদিস বিষয়ে প্রখ্যাত চিন্তাবিদগণের কাছে পড়াশোনা করেছেন।

পারিবারিক কলহ, নারীবিদ্বেষ, লিঙ্গবৈষম্য, সন্তান প্রতিপালন, প্রতিবন্ধকতা এবং মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে তিনি নিয়মিত বক্তব্য প্রদান করেন। ব্যক্তিগত সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি ‘ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ান মাল্টিকালচারাল কমিউনিটি সার্ভিস-অ্যাওয়ার্ড’ অর্জন করেছেন।

শাইখ ইয়াহিয়া ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ান ইউনিভার্সিটি এবং কার্টিন ইউনিভার্সিটিতে ইসলামি স্কলার হিসেবে ইসলামিক ইথিকস অ্যান্ড থিওলজি পড়াচ্ছেন। এ ছাড়া তিনি আল-কাউসার ইন্সটিটিউটের সঙ্গেও সম্পৃক্ত আছেন।)

নারীর যৌনতৃপ্তি : ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা যৌন সম্পর্কে নারীর সম্ভ্রুটি বিষয়ে পুরুষের অবজ্ঞাসূলভ দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার ফলে দাম্পত্য জীবনে উদ্ভূত সমস্যা নিয়ে আলোকপাত করব। নারীর যৌনতৃপ্তির বিষয়টি কুরআন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ এবং বিভিন্ন শতকের বিশিষ্ট ফিকাহবিদদের মতামত দ্বারা স্বীকৃত একটি বিষয়।

অনেক মুসলিম নারী এই সমস্যা নিয়ে অনলাইনে কথা বলা শুরু করেছেন। তাদের এই বিষয়টিকে মুসলিম জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সাধুবাদ জানানো উচিত। এ বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে তারা সমস্যার ধরন এবং তা নিরসনকল্পে কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়-এ বিষয়ে সুন্নাহর দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারেও গুরুত্বারোপ করছেন। তাদের লেখনি, ভিডিও অথবা অন্যান্য মাধ্যমে আলোচনা এবং গোল টেবিল বৈঠক থেকে অনেকেই উপকৃত হতে পারেন। ইসলামি ফিকাহবিদগণ জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন এবং তাদের সমস্যার ধরন অনুসারে জ্ঞান বিতরণের পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

বিভিন্ন নারীর পক্ষ থেকে এই বিষয়ে উত্থাপিত অভিযোগ থেকে মুসলিম পুরুষদের এই বিষয়ে সচেতন হয়ে ইসলামের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি জানা জরুরি। ফুকাহাগণ মনে করেন, নারীর কোনো বিষয়ে তথ্য জানতে নারীর ওপরই আমাদের নির্ভর করতে হবে। যেমন : ঋতুশ্রাব বিষয়ে কিংবা মাসিক ঋতুশ্রাবে রক্তপাত অথবা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নারীর তথ্যের ওপরই নির্ভর করতে হবে। একইভাবে, নারীর যৌনতৃপ্তির মানদণ্ড কী, সে বিষয়ে নারীর দেওয়া তথ্যের ওপরই নির্ভর করতে হবে।

এই সমস্যা সংশ্লিষ্ট কিছু বাস্তব ঘটনা

ঘটনা এক : ‘দশ বছরের অধিক সময় ধরে আমরা বিবাহিত। আমাদের তিনটি সন্তান রয়েছে, কিন্তু আমি যৌন সম্পর্কে তৃপ্ত নই। বিয়ের চার বছর পর্যন্ত আমার জানাই ছিল না, নারীর যৌনতৃপ্তি বলতে কিছু আছে! আমার মনে পড়ে, বছরের পর বছর আমাকে উত্তেজিত করে আমার স্বামী কীভাবে নিজের যৌন চাহিদা মিটিয়ে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। আর আমি এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করেছি। আমি যখন বলতাম আমারও তো সম্ভ্রুটি হওয়ার বিষয় আছে, তখন সে বিরক্তি বোধ করত। আমার অনুরোধ, মুসলিম ভাইয়েরা যেন কোনোভাবেই স্বার্থপরের মতো আচরণ না করেন; তা আপনারা যতই ক্লান্ত থাকুন না কেন। যদি আপনি ভালোবাসার সম্পর্কে

সম্ভৃষ্টি পেতে চান, তবে স্ত্রীও সম্ভৃষ্টি হচ্ছেন কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হোন। আপনার স্ত্রী আপনার সঙ্গে কখনো হৃদয় দিয়ে একাত্ম হবেন না, যদি তাকে ভালোবাসা দিয়ে বিছানায় তার ইচ্ছাকে পূর্ণ না করেন।’

ঘটনা দুই : ‘দুই বছর হয়েছে আমি বিবাহিত। কিন্তু আমি যৌন সম্পর্কে মোটেও সম্ভৃষ্টি নই। কারণ, আমি আমার স্বামীকে এ বিষয়ে যখনই বলেছি, তখনই হয়তো দম্ব তৈরি হয়েছে এবং অতৃষ্টি আরও বেড়ে গেছে। সে হয়তো কিছুটা উন্নতির চেষ্টা করেছে। কিন্তু ইতোমধ্যেই একটা খারাপ অভ্যাস গড়ে উঠেছে। সে আমাকে ভালোবাসে, আমাকে চুম্বন করে, জড়িয়ে ধরে, কিন্তু আমার ভেতরে ভালোবাসা জাগ্রত করতে তার পদক্ষেপ খুব দুর্বল বলে মনে হয়। আমার ভেতরে সে কোনো আগ্রহ তৈরি করতে পারে না। আমরা প্রায়ই শুনি, স্বামীকে সম্ভৃষ্টি করা স্ত্রীর কর্তব্য, কিন্তু এর বিপরীতটা কেন নয়?’

ঘটনা তিন : ‘আমাদের বিয়ের পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই পাঁচ বছরে কেবল একবারই আমি যৌনতৃষ্টি অর্জন করেছি।

আমি নারীর যৌনতৃষ্টির বিষয়ে অযথা বাড়াবাড়ির কথা বলব না। কেননা, এটা আমাদের বৈবাহিক সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে একটা বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু নারীর যৌনতৃষ্টিও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এটা পরস্পরকে সম্পর্কের দিকে থেকে আরও কাছাকাছি নিয়ে আসে। যদি কোনো নারী বলে যে যৌনতৃষ্টি খুব জরুরি বিষয় নয়, আমি তাদের নিশ্চিত করে বলতে পারি, তাদের হয়তো জীবনে একবারও এই তৃষ্টির অভিজ্ঞতা নেওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। যদি এই সৌভাগ্য হতো, তবে হয়তো আপনার স্বামীকে টেনে বিছানায় নিয়ে যেতেন। এটা হলো সবচেয়ে বড়ো শারীরিক আনন্দের বিষয়। এর ফলে প্রচুর মানসিক তৃষ্টিও লাভ করা যায়।’

ওপরের ঘটনাগুলো নারীদের নিজেদের ভাষ্য। তাদের সমর্থনে কুরআন, সুন্নাহ এবং ফুকাহাগণ নিম্নোক্ত উপায়ে কথা বলে থাকেন।

‘বিশ্বাসী পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত করেন এবং তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করেন। এটা তাদের জন্য সর্বোত্তম পন্থা। তারা যা করে, আল্লাহ নিঃসন্দেহে সেসব বিষয়ে অবগত আছেন। আর বিশ্বাসী নারীদের বলুন, তারাও যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখেন এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করেন...’ সূরা নুর : ৩০-৩১

কাজি আবু বকর ইবনুল আরাবি (মৃত্যু : ৫৪৩ হিজরি) *আহকামুল কুরআনে* উপরোক্ত আয়াতের বিষয়ে মন্তব্য করেন এভাবে—‘যেহেতু একজন নারীর দিকে একজন পুরুষের অনৈতিক দৃষ্টিপাতের অনুমতি নেই, সুতরাং একজন পুরুষের দিকে একজন নারীরও অনৈতিক দৃষ্টিপাতের সুযোগ নেই। একজন নারীর সঙ্গে পুরুষের সম্পর্কের যে মানদণ্ড, একজন পুরুষের সঙ্গেও একজন নারীর সম্পর্কের একই মানদণ্ড। নারীর প্রতি একজন পুরুষের কামনাপূর্ণ দৃষ্টি যেমন, একজন পুরুষের প্রতি একজন

নারীর কামনাপূর্ণ দৃষ্টিও তেমনি।' (আহকামুল কুরআন, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৮০)। এটা স্মরণ রাখা দরকার, আল কুরতুবিও ইবনুল আরাবির এই তাফসিরের সঙ্গে একমত।

এই বিষয়টি একটি প্রশ্নের অবতারণা করে—যদি বিবাহের মাধ্যমে কামনা-বাসনা পূরণের বিধান থাকে, তাহলে এই কামনা-বাসনা পূরণের উপকারিতা এবং এই উদ্দেশ্যের সার্থকতা কোথায়? অর্থাৎ এই উপকারিতা কি কেবল পুরুষের বেলায় প্রযোজ্য?

কুরআনে ভালোবাসাপূর্ণ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারেও সুস্পষ্টভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে—

‘আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে একটি নিদর্শন এমন যে তিনি তোমাদের জন্য স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন—যাতে তোমরা তাদের মাঝে প্রশান্তি পাও। তোমরা যাতে তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন ভালোবাসা ও দয়া...’ সূরা আর-রুম : ২১

মহান মুফাসসির এবং সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন—‘এই ভালোবাসা হলো পারস্পরিক যৌন মিলন (জিমা)।’ অর্থাৎ ভালোবাসার সম্পর্ক আসে শারীরিক মিলন থেকে। শারীরিক মিলনে অতৃপ্তি নিয়ে ভালোবাসা স্থাপিত হওয়া অচিন্তনীয় ব্যাপার। মুজাহিদ এবং হাসান আল বসরিও ইবনে আব্বাসের মতোই একই রকম অভিমত দেন।

যৌন মিলনের সুনির্দিষ্ট শর্তাবলি পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি। মানবজাতির শিক্ষক হিসেবে এই শিক্ষার দায়িত্ব পালন করেছেন আমাদের রাসূল (সা.)।

‘আমি কুরআন নাজিল করেছি তোমাদের জন্য সতর্কবার্তা হিসেবে, যেন আপনি (হে নবি) বর্ণনা করতে পারেন, তাদের জন্য কী প্রেরণ করা হয়েছে। আর তারা যাতে চিন্তা করে।’ সূরা আন নাহল : ৪৪

আল কুরতুবি বলেন—

‘রাসূল (সা.) নামাজ, জাকাত কিংবা অন্য যেসব বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত হয়েই বলেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা রাসূল (সা.)-এর মাঝে যে উত্তম স্বভাব দিয়েছিলেন, রাসূল (সা.) সেই স্বভাবের প্রকৃতি অনুসারেই কাজ করেছেন।’ (তাফসিরে কুরতুবি, খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-৪১২)।

দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে সন্তুষ্ট করার বিষয়ে নির্দেশনা পাওয়া যাবে নিম্নের হাদিসটিতে—

‘যখন তোমাদের কেউ পারস্পরিক শারীরিক মিলনে রত হয়, তখন তার উচিত স্ত্রীর প্রতি সদাচারী হওয়া। যদি সে সত্যি সত্যি সত্যবাদী হয়ে থাকে, তবে সে নিশ্চয় তাড়াহুড়ো করবে না।’ ফাইজুল কাদির, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২৫, হাদিস নং : ৫৪৯

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ফাইজুল কাদির রচয়িতা আল মানাবি বলেন—‘স্ত্রীর প্রতি সদাচারী হওয়া বলতে এখানে স্ত্রীর প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসা এবং সদাচরণ প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ : স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা হবে অত্যন্ত দৃঢ় বন্ধনপূর্ণ, অতি উত্তম ভালোবাসা।’

‘যখন কেউ তার স্ত্রীর সঙ্গে শারীরিক মিলনে রত হয়, সে যেন সদাচারী হয়। তারপর যদি তার স্ত্রীর পূর্বেই তার ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে যায়, তবু তাড়াহুড়ো করে তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়।’ ফাইজুল কাদির, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২৫, হাদিস নং : ৫৪৮

আল মানাবি এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন—‘যখন স্বামী তার চাহিদা পূর্ণ করে ফেলেন, তখন স্ত্রীকে উত্তেজিত অবস্থায় রেখে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া উচিত নয়। বরং তার আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত, যেন স্ত্রীর ইচ্ছাও পূর্ণ হয়।’

আবার পরের হাদিসটি দেখা যাক। স্বামীর কাছে আসার ইচ্ছা তীব্র—এমন নারীকে হাদিসে প্রশংসা করা হয়েছে। এসব বিষয় অবাক হওয়ার মতো তেমন কিছুই নয়।

‘তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নারী সে, যে কামনাপূর্ণ কিন্তু মার্জিত স্বভাবের। পরপুরুষ থেকে যে তার কামনাকে সংযত করে, কিন্তু নিজের স্বামীর কাছে কামনাকে প্রকাশ করে।’ ফাইজুল কাদির, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৯৩, হাদিস নং : ৪০৯৩

আল মানাবি এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন—‘মার্জিত নারী হারাম কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখে। কামনাপূর্ণ বলতে নারীর যৌন ইচ্ছা নিয়ন্ত্রণহীন হবে এমনটি বলা হয়নি। নিয়ন্ত্রণহীন ইচ্ছা কখনো প্রশংসাযোগ্য নয়। বরং অন্য পুরুষ থেকে অবশ্যই তার কামনাকে সংযত করতে হবে।’

ওপরের হাদিসের উদ্ধৃতিই শেষ নয়; আরও তথ্যসূত্র রয়েছে। আমাদের উম্মাহর অনেক ফুকাহা এসব বিষয়ে অতি সূক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সরাসরি কথা বলেছেন। নিম্নে এমন কয়েকজনের উল্লেখ করা হলো—

মরোক্কোর ইসলামি চিন্তাবিদ ইবনুল জুকরি (মৃত্যু : ১১৩৩ হিজরি); যিনি ৪০০ বছর আগে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তাঁর আন নাসিহা আল কাফিয়ায় ইবনুল হাজ্জ (মৃত্যু : ৭৩৭ হিজরি/১৩৩৬ খ্রিষ্টাব্দ), ইমাম আল গাজালি (মৃত্যু : ৫০৫ হিজরি/১১১১ খ্রিষ্টাব্দ) এবং আল মানাবি (মৃত্যু : ১০৩১ হিজরি/১৬২১ খ্রিষ্টাব্দ)-এর কথা উল্লেখ করেন। নিম্নে উল্লেখিত শাইখ আহমদ জুররুক (মৃত্যু : ৮৯৯ হিজরি/১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দ)-এর কিছু উক্তি জুকরির আন নাসিহা আল কাফিয়া থেকে নেওয়া হয়েছে। এখানে বিশিষ্ট চিন্তাবিদগণের নামের পাশে বিশেষভাবে হিজরি সাল এবং ইংরেজি সাল উল্লেখ করার কারণ হলো এটা বোঝানো যে, এসব বক্তব্য আমাদের সমসাময়িক সময়ের নয়; বরং বহু আগেই মুসলিম চিন্তাবিদগণ এমন স্পষ্ট মতামত দিয়েছেন। এখানে যা মনে রাখা দরকার তা হলো—বিভিন্ন মতামতে ফুকাহাগণের নিগূঢ় তাত্ত্বিক বক্তব্য। এটা বুঝলেই তাদের বক্তব্যের গভীরে যাওয়া সহজ হবে।

‘আর নারীর প্রতি কোমল হওয়া নারী এবং পুরুষের ভালোবাসার জন্য দরকার, যতক্ষণ পর্যন্ত না পুরুষের বীর্য নারীর বীর্যের সঙ্গে মিশে যায়।’

ইবনে আরদুন এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন-‘আল ইদাহ-এর রচয়িতা বর্ণনা করেন-যখন নারী এবং পুরুষের বীর্য মিশে যায়, সেই মুহূর্তটিই হলো আনন্দ, ভালোবাসা, সোহাগ এবং ভালোবাসাকে শক্তিশালী করার চূড়ান্ত মুহূর্ত। ভালোবাসার মাত্রা নির্ভর করে পরস্পর পরস্পরকে কতটা কাছে টানতে পারে তার ওপর।’

আল ইহইয়া’র রচয়িতা মতামত দেন, ‘পুরুষ তার চাহিদা পূরণের পর স্ত্রীর চাহিদা পূরণের জন্যও সময় দেওয়া উচিত এবং সঙ্গম থেকে বিরত হতে কিছুটা সময় নেওয়া উচিত। কেননা, স্ত্রীকে উত্তেজিত অবস্থায় সঙ্গম থেকে বিরত হলে স্ত্রীর নিষিদ্ধ সম্পর্কে জড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সঙ্গমের সময় চাহিদা পূরণে তথা চূড়ান্ত উত্তেজনার মুহূর্তে পৌঁছাতে স্বামী এবং স্ত্রীর ভিন্ন ভিন্ন সময়ের দরকার হয়। স্বামী এবং স্ত্রী একই সময়ে চূড়ান্ত আনন্দের মুহূর্তে পৌঁছানোর আনন্দ অবশ্য পরম আনন্দ। এমন মুহূর্তে নারীকে সাধারণত লাজুক ভাবও থাকে না (নারী এই সময়টিকে চূড়ান্তভাবে উপভোগ করে)।’

আল মাদখালের (ইবনুল হাজ্জের রচনা) ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-‘পুরুষের চাহিদা পূরণের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গম বিরতি দেওয়া উচিত নয়। কারণ, এটা স্ত্রীকে বিরক্ত করতে পারে এবং তার উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে পারে; বরং পুরুষের উচিত স্ত্রীর চাহিদা পূরণের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে তারপর সঙ্গম থেকে বিরত হওয়া। কারণ, আমাদের নবি (সা.) নারীর প্রতি সততা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। নারীর যৌন চাহিদা পূরণ না করেই তার প্রতি সম্পূর্ণ সততা বজায় রাখার উপায় নেই। সুতরাং পুরুষকে এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। কারও অক্ষমতা থাকলে সেটা নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাসুলভ দৃষ্টিতে দেখবেন।’

ইবনুল জুকরি পূর্বে উল্লেখিত আল মানাবির প্রথম দুইটি হাদিসের ব্যাখ্যার দিকেও মনোযোগ দেন।

আন নাসিহা’র প্রণেতা হিসেবে ইবনুল জুকরি তাঁর নিজের মতামতও ব্যক্ত করেন এভাবে-

‘আর যে ব্যক্তি স্ত্রীর প্রতি সততা বজায় রাখার বিষয়টিকে সম্পূর্ণ করতে চায় তার উচিত, যতক্ষণ না স্ত্রীর নিশ্বাস গভীর হয় এবং চোখ ঘোলাটে হয় এবং স্বামীকে আলিঙ্গনের চেষ্টা করে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম না করাই উচিত। উপরোক্ত বিষয়গুলো নারীর যৌনাবেগের পরিচয় বহনকারী।’

ইবনুল জুকরি তাঁর সমসাময়িক গ্রন্থ ওয়াগলিসিয়াতে বর্ণনা করেছেন এভাবে-‘স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গমের একটি অংশ হলো শিঙ্গার-যার ফলে নারী উত্তেজিত বোধ করে এবং এর ফলে সহজেই নারীর যৌনাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। যখন নারীর শ্বাস-প্রশ্বাস গভীর হয় এবং তার আগ্রহ প্রবল হয়

এবং স্বামীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইঙ্গিত প্রকাশ করে, তখনই স্বামীর উচিত স্ত্রীর কাছাকাছি যাওয়া (যৌন মিলনের উদ্দেশ্যে)।’

তিনি আরও বলেন—‘স্ত্রীর স্তন মর্দন, স্বামীর যৌনাঙ্গ স্ত্রীর যৌনাঙ্গের সঙ্গে ঘর্ষণ এবং পর্যাণ্ড শিঙ্গার যৌন মিলনের পূর্বশর্ত।’ ইবনে জুকরিও এভাবে বর্ণনা করেন। মাদখালের রচয়িতা বর্ণনা করে : ‘যখন কেউ তার সঙ্গিনীর সঙ্গে মিলনের ইচ্ছা পোষণ করেন, তখন যাবতীয় নিষিদ্ধ আচার থেকে তাকে সাবধান থাকতে হবে। কেননা, অনেকেই এই নিষিদ্ধ আচারের-কারণে সঙ্গী কিংবা সঙ্গিনীর সঙ্গে মিলনের জন্য অস্থির হয়ে পড়ে। বৈধ উপায় ছাড়া মিলনের কাজে নিযুক্ত না হওয়াই ভালো।

এই বৈধ উপায় হলো মর্দন, চুম্বন এবং এ জাতীয় কাজ করে পূর্বানুমান করা যে, স্ত্রী তার সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রদর্শন করছেন এবং স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও উদ্দীপনা প্রদর্শন করছে। কেবল এমন অবস্থায় দৈহিক মিলন উত্তম। এমন অবস্থায় ইসলামের আলোকে প্রজ্ঞাপূর্ণ আচরণ হলো, স্বামীর আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি স্ত্রীর শারীরিক মিলনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা আছে কি না সে বিষয়টিও খেয়াল রাখা। স্বামী যদি অনিয়ন্ত্রিতভাবে স্ত্রীর সঙ্গে মিলনে রত হয়, তবে স্ত্রীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বামীর ইচ্ছার প্রতি সাড়া প্রদান হবে স্ত্রীর বিশেষ ত্যাগের দৃষ্টান্ত। স্বামী যদি স্ত্রীর চাহিদার প্রতি খেয়াল রেখে ত্যাগ স্বীকার করে, তবে তা হবে স্ত্রীর জন্য সহজ, সুন্দর এবং দ্বীন পালন ও যৌন পবিত্রতা রক্ষার সহায়ক।’ এটাই হলো ইবনে জুকরির মতামত।

ফুকাহাগণের ক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে তাঁরা কুরআন এবং সুন্নাহর ওপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন গণ-ইস্যুতে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

এই নিবন্ধে সুফিগণ এই বিষয়ে কী দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করেছেন তা উল্লেখ না করলে এই বিষয়টির আলোচনা অপূর্ণাঙ্গ থেকে যাবে।

আহমদ ইবনে আজিবা বলেন—‘কুরআন-সুন্নাহ বুঝতে আমরা বুজুর্গদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুপ্রেরণা পাই। কুরআন ও সুন্নাহর দুর্বোধ্য বিষয়গুলো সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে আমাদের জ্ঞান এবং প্রজ্ঞায় অগ্রসরমান বুজুর্গদের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাঁদের বিবৃতি আমাদের জটিল বিষয়ে সঠিক নির্দেশনা প্রদান করে।’

মুহাম্মদ আল তিহামি কানুন (মৃত্যু : ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দ) তাঁর গ্রন্থ বৈবাহিক আচার-আচরণ, আবুল আব্বাস আহমদ বিন ইয়াহিয়া আল ওয়ানশারিসি তাঁর নাওয়াজিল আল বুরজুলি গ্রন্থে, প্রখ্যাত শাইখ আবু বকর আল ওয়ারাক বলেন—প্রতিটি দুনিয়াবি চাহিদা হৃদয়কে কঠিন করে তোলে, কেবল যৌন চাহিদা করে হৃদয়কে প্রশান্ত। সে কারণে নবি-রাসূলগণ এই চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তিনি একটি হাদিস উল্লেখ করেন—

‘আমার কাছে দুনিয়ার তিনটি বস্তু পছন্দনীয় করা হয়েছে : সুগন্ধি, নারী এবং আমার চক্ষু শীতলকারী সালাত।’ কুররাতুল উয়ুন বি শরহে নাজম ইবনে ইয়ামুন, পৃষ্ঠা-৪৮

বাস্তবিক পক্ষে, আল কুরতুবিও আল ওয়ারাকের এই বিবৃতির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে বলেন, যৌনমিলন তাকওয়ার সহায়ক। তাফসিরুল কুরতুবি, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪১৯

নোট : আমরা অবশ্যই জোর দিয়ে বলতে চাই, শারীরিক চাহিদার বিষয়টি নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্য বাস্তব একটি বিষয়। এখানে যা আলোচনা করা হয়েছে, তা উভয়ের শারীরিক চাহিদার বিষয়টি খেয়াল রেখেই করা হয়েছে।

তাফসিরে জালালাইনের একজন ব্যাখ্যাকারী আহমদ আল শাবি বলেন—

‘একজন বিখ্যাত জ্ঞানী মন্তব্য করেছিলেন যে, শারীরিক চাহিদা মেটানোও আল্লাহকে পাওয়ার একটি মাধ্যম বটে।’ হাশিয়া আল শাবি, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২০৪

এই সর্বশেষ উক্তিটাও হয়তো যেসব মুসলিম ভাইয়েরা স্ত্রীর চাহিদা মেটানোর বিষয়ে খামখেয়ালি, তাদের জন্য কিছুটা উন্নতির সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। প্রশ্ন আসতে পারে, স্ত্রী মিলনের প্রতি আগ্রহ কম-এমন মানুষদের কি তাকওয়ার ঘাটতি আছে বলতে হবে? বিতর্ককে সংক্ষিপ্ত করে বলা যায়, পারস্পরিক আন্তরিকতা নিঃসন্দেহে আত্মিক উন্নতির সহায়ক, আর পারস্পরিক যৌনতৃপ্তি পারস্পরিক আন্তরিকতার সহায়ক—এটা একটা প্রশ্নাতীত বিষয়।

অনেক প্রাসঙ্গিক বিষয় এখানে আলোচনা করা হয়নি। কারণ, এখানে কেবল একটি বিষয়েই দৃষ্টিপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। মুসলিম ভাই-বোনেরা নিশ্চয় তাদের প্রয়োজন অনুসারে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা বৃদ্ধি করেন। প্রয়োজন হলে তারা যেন পেশাদার পরামর্শকদের পরামর্শ নিতে পিছপা না হন। কীভাবে শোবার ঘরের বাইরেও সম্পর্ককে উন্নত করা যায়, সেটাও যেন খেয়াল রাখেন। শারীরিক এবং আত্মিক যেকোনো বিষয়ে যেন চিকিৎসা গ্রহণ করতে দ্বিধান্বিত না হন। তারা যেন শিশুদেরও যৌন বিষয়ে জ্ঞান দিতে দ্বিধা না করেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নিশ্চয় আমাদের তাওফিক দেবেন, ইনশাআল্লাহ।

(উস্তাদ মুখতার পেশায় প্রকৌশলী। ২০০০ সাল থেকে তিনি তাঁর পেশার পাশাপাশি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এই আগ্রহ থেকে মৌরিতানিয়া, সেনেগাল এবং কানাডার বেশকিছু ইসলামি চিন্তাবিদেদের বিভিন্ন রচনা পড়তে শুরু করেন। তিনি এখন পর্যন্ত ইমাম মালিকের রচনাবলি, আরবি ব্যাকরণ, রাসূল (সা.)-এর বিভিন্ন সিরাহ, হাদিস, আকিদা, তাসাউফবিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। তাঁর বিশেষ আগ্রহ বিভিন্ন তাফসিরগ্রন্থের প্রতি। ইতোমধ্যে তিনি ২০ শতকের একজন বিখ্যাত তাফসিরকারকের ছয় খণ্ডের তাফসিরুল কুরআনের প্রথম খণ্ডের অনুবাদও করেছেন। তাফসিরুল কুরআন নামের ওই তাফসির গ্রন্থটিকে তাফসিরে জালালাইনের অনুরূপ বিবেচনা করা হয়। তাঁর আর একটি বিশেষ আগ্রহ হলো আধুনিক বিভিন্ন বিষয় প্রসঙ্গে ইসলামের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদগণের দৃষ্টিভঙ্গি জানা। বর্তমানে তিনি কানাডায় বসবাস করছেন।)